



১০০ বছর জীবন কাল  
রু জোন বিজ্ঞান

# ফিয়োনা ভিটামিন

ফর্মুলার উপর ভিত্তি করে  
রু জোন খাদ্য অভ্যাস

এস-২১, কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট  
ফেজ-১, কলকাতা - ৭০০ ১০৭  
এ্যাডমিন@ল্যামিনারিসার্চসেন্টার.কম  
ডব্লুডব্লুডব্লু.ফিয়োনাহার্বালস.কম



## আমরা কেন অসুস্থ হই

মানুষের যে কোনো শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে নানা দশার উপর নির্ভরশীল। আয়ুর্বেদ মতে বহিরাগত নানা কারন, অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য, নানা দোষ প্রভৃতি কারনেই মানুষের শরীরে মূল রোগগুলি বাসা বাধে। আয়ুর্বেদে বর্ণিত করা হয়েছে মানুষের দেহ ৫টি গুরুত্ব পূর্ণ উপাদান দ্বারা গঠিত।

প্রতিটি মানুষেরই অন্যদের তুলনায় নির্দিষ্ট কিছু ভিন্ন উপাদান থাকে। কারণ তাদের স্বাভাবিক গঠনতন্ত্র (প্রকৃতি), যা তিনটি “দশায়” শ্রেণীবদ্ধ করা আছে।

ভাতা দশা - যেখানে বায়ু উপাদান প্রাধান্য পায়।

পিত্ত দশা - যেখানে আগুনের উপাদান প্রাধান্য পায়।

কাফা দশা - যেখানে জলের উপাদান প্রাধান্য পায়।

এই দশা গুলির কোনটা ভারসাম্যহীন হলে মানুষ অসুস্থ হয়। উল্লেখিত ৩টি দশার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশা হল “ভাতা দশা”। ভাতা দশা যদি কোনও ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পরে বাকি দুটো (পিত্ত এবং কাফা) দশা ও ভারসাম্যহীন হয়ে পরে। অন্যান্য দশা গুলি ক্ষতির প্রভাব এবং ভাতা দশার ক্ষতির কারনই মূলত শরীর খারাপের মূল কারন।

## ভাতা দশা কেন ভারসাম্যহীন হয়ে পরে-

আমাদের শরীরে বিস্ময় সৃষ্টি করে খাদ্য। সঠিক পুষ্টিই যেকোনো রকম রকম রোগ থেকে রক্ষা করে। সব রোগের মূল কারন হল ভুল খাদ্য নির্বাচন এবং খেয়ে নেওয়া খাবার হজম না হওয়ার পর তার অপ্রাচ্য অংশ শরীরে জমে থাকা। আয়ুর্বেদে অপ্রাচ্য ও বর্জ্য পদার্থ ভাটা (বায়ু) আক্রমণ করে এবং এরপরই তা কাফা এবং পিত্তর সাথে মিশ্রিত হয়ে দেহে একটি খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করে জটিল রোগের জন্ম হয়। ক্রমাগত জমা অপ্রাচ্য ও বর্জ্য পদার্থ শরীরে মিশে রক্তনালী এবং শ্লেষ্মা ঝিল্লিকে আক্রমণ করে। এটি বিভিন্ন অঙ্গের ভিতরে বিষের মতই ছড়িয়ে পরে।

## আমরা তাই যা আমরা খাই-

আক্ষরিক অর্থে আমরা যে ধরনেরই মানুষ হই না কেন আমাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে খাদ্য। খারাপ খাদ্য মানুষের জীবনে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট এবং রক্তের রোগের সৃষ্টি করে তা প্রমানিত হয়েছে। পুষ্টিকর খাবার পছন্দের তালিকায় বেঁচে নেওয়া শুধু যে মস্তিস্কের পুষ্টি জোগানো তা নয় এটি শারীরিক উন্নতির ও একটি হাতিয়ার ভাবা যেতে পারে।

## ফোকাস-

শুরুটা করতে হবে সঠিক খাদ্য নির্বাচন করার মাধ্যমেই। প্রয়োজনে প্রতিদিনের বা সাপ্তাহিক খাবারে পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দেশে বা যেকোনো জায়গায় সহজে যে খাবারগুলি আমরা পাচ্ছি সেগুলো ফাস্ট ফুড। তাই আমাদের খাবার পছন্দের তালিকায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন এবং ফোকাসে রাখা উচিত আমরা সেই সমস্ত খাবার গুলিই খাদ্য তালিকায় রাখবো যেগুলোর মূল উপাদান গাছপালা, ফাইবার যুক্ত বিশেষ ভাবে তৈরি করা বা অতিরিক্ত পত্রিয়াজাত নয়।

## তাজা ফলমূল-

কলা, খেজুর, লেবু, আপেল, আম, আঙ্গুর, প্রভৃতি।



## ফ্রেশ শাক সবজি-

গাজর, সবুজ পাতা যুক্ত শাকপাতা, শসা মিষ্টি আলু প্রভৃতি যাতে লবনের মাত্রা বেশি থাকে।

## গোটা শস্য -

চাল, গোটা গম, ওটমিল এবং বার্লির মতো প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সাধারণ উপাদান। এগুলো কখনও কখনও রান্না করার আগে ভালোভাবে ভেজে নিতে হয় তাহলে এই উপাদানগুলির গুণগত মান আরও ভালো

## দানা শস্য-

ছোট ছাড়ানো মটরগুঁটি, শিম, মুগ বীজ, অক্ষুরিত ছোলা প্রভৃতি।

## ভিটামিনক্স-

ভিটামিনক্স আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ফাইটোক্যামিক্যাল, ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। ডি এন এ পুনর্গঠনে সাহায্য করে। ভবিষ্যৎ



প্রজন্মকে রক্ষা করে। এটি বার্ধক্য প্রতিরোধ করে, ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, কোষের উন্নতি ঘটায়। এটি খেলে কোনরকম মারাত্মক রোগ ব্যাধি ছাড়াই একজন মহিলা সুস্থ সন্তান জন্ম দিতে পারে।



# ফিয়োনা ভিটামিক্স

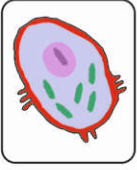
বু জোন আমাদের শিখিয়েছে, কোন গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা ছাড়া এবং চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া আমরা আরও ভাল এবং দীর্ঘ জীবনযাপন করতে পারি। তবে আমরা সুপার ফুড খেয়ে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বজায় রেখেই কেবলমাত্র দীর্ঘ জীবন উপভোগ করতে পারি। ডঃ সমীর কুমার ধারা দৃঢ় বিশ্বাসী যে "খাদ্য" আমাদের ঔষধ এবং ঔষধ আমাদের খাদ্য, তাই তার নিবিড় গবেষণা এবং ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে "ভিটামিক্স" যা আপনাকে ডিটক্সিফিকেশন, সেলুলার পুষ্টির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবন, হরমোনের ভারসাম্য, ডিএনএ সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘ জীবন উপহার দেয়।

## ডিটক্সিফিকেশন



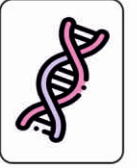
মানুষের শরীরের কোষ থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। তাছাড়াও শারীরিক বিভিন্ন কার্যকারিতার পদ্ধতি উন্নত করে।

## সেলিউলার নারিশমেন্ট



ভিটামিক্স হল বিশেষ ভাবে প্রস্তুত কোষের খাদ্য যার মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পুষ্টি এবং শোষণ করার ক্ষমতা।

## ডি এন এ প্রোটেকশন



ভিটামিক্সে আছে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় পুষ্টি উপাদান, প্রয়োজনীয় ফাইবার, বুস্টিং ফাইটোকেমিক্যাল, ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এগুলোর সাহায্যে আপনার শরীরে ক্যান্সার সহ নানা জটিল রোগের ঝুঁকি কমে। এটি আপনাকে সহজে বয়সজনিত কারণে হওয়া নানা সমস্যাও কমিয়ে দেয়। জিনের অস্তিত্ব রক্ষা করে। এটি সাধারণত কোন ও রোগ ব্যাধি ছাড়াও সুস্থ সন্তান জন্ম দিতে ও সাহায্য করে।

## হরমোনাল ব্যালান্স



হরমোনাল ব্যালান্স- ভিটামিক্স একটি সুপার ফুড। যেটার ভিন্ন প্যাকে আছে ভিন্ন ধরনের ভিটামিন, মিনারালস, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্ল্যাভোনয়েড, ফাইটোক্যােমিক্যাল এবং খনিজ পদার্থ। যা স্বাভাবিক ভাবেই আপনার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। এটি হরমোনের চাপ কোষের নানা ক্ষতি থেকে শরীরকে রক্ষা করে। এটি যৌবন শক্তি বৃদ্ধি করে।

## এতে ভালো উপাদান কি আছে

- ✓ ফাইটোক্যােমিক্যাল
- ✓ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট
- ✓ ১৩টি অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন
- ✓ ২১টি অত্যাবশ্যকীয় মিনারেলস
- ✓ ৯টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড
- ✓ ১ চামচ ভিটামিক্স = ১০০০গুন শাকসজির পুষ্টিগুন বিশুদ্ধ
- ✓ দ্রবণীয় ফাইবার



বিশুদ্ধ সবুজ সুপারম্যাচা ক্লিনজিং, ডিটক্সিফাইং করতে সাহায্য করে হজম শক্তি উন্নত করে, হাড়কে করে তোলে মজবুত এবং শক্ত ক্যান্সার কোষ ইত্যাদি প্রতিরোধ করে।



নভেল সিলভার হোয়াইট ভিটামিক্স হরমোনের কার্যকারিতার ভারসাম্য বজায় রাখে, স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া উন্নত করে। এছাড়াও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বজায় রাখে। শুক্রাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে যৌবন জীবন উন্নত করে।








গোল্ডেন ল্যাতে হার্টের অবস্থা ভালো রাখে। দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে, ত্বককে রক্ষা এবং পুনরুজ্জীবিত করে, স্ট্রেস মুক্ত করে, ইনফ্ল্যামেশন কমানো ছাড়াও প্রভৃতি কাজে সাহায্য করে।



এতে ভালো কি কি উপাদান আছে।

# সুপার মাচা

সুপার নিউট্রিয়েন্ট

 ক্যামেলিয়া সিনেনসিস	মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়, অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধ করে।
 সিলন সিনামন	ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
 মোরিঙ্গা ওলিফেরা	মুখের কালো দাগ, ব্রন পরিষ্কার করে।
 মেডিকাগো স্যাটিভা	কিডনি স্টোন এবং লিউকেমিয়া প্রতিরোধ করে।
 প্লান্টাগো ওভাটা	হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায়। অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে।



## উপকার

- ✓ কোষের ক্ষতি হওয়া থেকে বাঁচায়।
- ✓ দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ করে।
- ✓ ক্ষতিকারক এনজাইমের মাত্রা কমিয়ে লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।
- ✓ মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং মনোযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- ✓ ত্বক, ফুসফুস, লিভার এবং প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে কার্যকর।
- ✓ এল ডি এল (LDL) কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।
- ✓ হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
- ✓ মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে

## উপাদান:

মোরিঙ্গা ওলিফেরা, ট্রিটিকাম এস্টিভাম, প্লান্টাগো ওভেট, উইথানিয়া সোমনিফেরা, পাইপার নিরুম, মেডিকাগো স্যাটিভা, সিলন সিনামন, ক্যামেলিয়া সিনেনসিস।

## এটি কারা কারা ব্যবহার করতে পারে?

- যারা মারাত্মক বদহজমের সমস্যায় ভুগছেন।
- যাদের ঘন ঘন স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়।
- যারা কম কামশক্তি ও মেজাজের পরিবর্তনে ভুগছেন।
- ঘন ঘন ওজন বৃদ্ধি।
- ঘন ঘন ভাইরাল এবং ছত্রাক সংক্রমণ।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।
- মূত্রাশয়ের কর্মক্ষমতা কম।
- যারা ব্রণ এবং পিম্পল থেকে ভুগছেন।

কিভাবে  
ব্যবহার  
করবেন



১ চামচ ভরতি সুপার  
মাচা পাউডার নিন



১ কাপ সাধারণ উষ্ণ  
জলে মেশান, তারপর  
ভোরে খালি পেটে  
পান করুন








অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ



# সুপার নিউট্রিয়েন্ট ভিটামিক্স

অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ

এতে ভালো কি কি উপাদান আছে।

 উইথানিয়া সোমনিফেরা	মানসিক স্বাস্থ্য, স্ট্যামিনার বৃদ্ধি ঘটায়।
 ক্লোরোফাইটাম বোরিভিলিয়ানা	শুক্রাণুর সংখ্যা বাড়ায়, মহিলাদের উর্বরতা উন্নত করে।
 অ্যাসফাল্টাম পাঞ্জায়ানা	বার্ধক্য রোধ করে শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা বাড়ায়
 জিঙ্গিবার অফিশনাল	মাসিক সংক্রান্ত ব্যাথা ও সংক্রমণ দূর করে।
 পাইপার নিগ্রাম	মেজাজ উন্নত রাখে বিপাকে সাহায্য করে।

## উপকার

- ✓ মানসিক চাপ কমাতে
- ✓ বমি বমি ভাব হ্রাস করে এবং শক্তি বৃদ্ধি করে।
- ✓ পেশী শক্তি বৃদ্ধি করে।
- ✓ হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি করে ও প্রদাহ দূর করে।
- ✓ কোলেস্টেরল কমিয়ে হার্টকে ভালো রাখে।
- ✓ ব্লাড প্রেসার এবং সুগার লেবেল ঠিক রাখে।
- ✓ হজমক্রিয়া ঠিক করে এবং আলসার সারায়।
- ✓ পেশির শক্তি বৃদ্ধি করে।

এটি কারা কারা খেতে পারে

- যাদের এনার্জি কমের সমস্যা রয়েছে
- যারা দুর্বল
- যাদের বাতের বাথ্যার সমস্যা আছে।
- যাদের অনিদ্রাজনিত সমস্যা আছে।
- যারা ক্লান্তিজনিত সমস্যায় ভোগে।
- যাদের কামশক্তি কম।



উপকরণ:

ক্লোরোফাইটাম বোরিভিলিয়ানা, উইথানিয়া সোমনিফেরা, জিঙ্গিবার অফিশনাল, অ্যাসফাল্টাম পাঞ্জায়ানা, পাইপার নিগ্রাম

১ চামচ ভরতি  
ভিটামিক্স  
পাউডার নিন

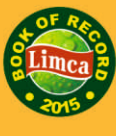


১ কাপ সাধারণ উষ্ণ  
জলে মেশান, তারপর  
বিকেলে পান করুন





কিভাবে  
ব্যবহার  
করবেন



International Arch of  
Europe Award



এতে ভালো কি কি উপাদান আছে।

 কোকোস নিউসিফেরা	কোলেস্টেরল কমায়। বার্ধক্য রোধ করে
 প্রুনােস অ্যামিগডালাস	ব্লাড সুগার লেবেল কন্ট্রোল করে।
 কারকুমা লঙ্গা	অ্যালজাইমার রোগ প্রতিরোধ করে এবং বাতের ব্যথা বা অন্যান্য ব্যথা কমায়
 সিলন দারুচিনি	যে কোনও রকম ফ্লু এবং হাটের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।



## সুপার নিউট্রিয়েন্ট গোল্ডেন ল্যাতে

এটি কারা কারা খেতে পারে

- যারা অনিদ্রা রোগে ভুগছেন।
- যাদের হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে।
- যাদের ঘন ঘন সর্দি ও কাশির সমস্যা রয়েছে।
- যারা ইনফ্লুয়েন্স এবং জয়েন্ট প্রদাহ বা গাঁটের ব্যথায় ভুগছে।
- ইমিউনিটি সমস্যা কমাতে।
- যারা পেটে ব্যথার ভোগে।
- যাদের কিডনিতে জটিল রোগের সমস্যা আছে।



কিভাবে  
ব্যবহার  
করবেন



১ চামচ ভরতি গোল্ডেন ল্যাতে  
পাউডার নিন



১চামচ গরম জলে উল্লেখিত  
পরিমাণে নিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে  
নিয়ে ঘুমোনের আগে খেতে হবে।



উপকরণ

কোকোস নিউসিফেরা  
প্রুনােস অ্যামিগডালাস  
কারকুমা লঙ্গা  
সিলন দারুচিনি  
ডায়াসট্যাটিক মল্ট



অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ

উপকারিতা

- ✓ ইনফ্লুয়েন্স কমায়।
- ✓ মেটাবলিক লক্ষণের ঝুঁকি কমায়/মেদজনিত কারণে হওয়া রোগের ঝুঁকি কমায়।
- ✓ এন্টিডিপ্রেসেন্টস রোগের ঝুঁকি কমায়। ✓ ইমিউনিটি বুস্ট করে।
- ✓ কোষের পুণঃ গঠনে সাহায্য করে।
- ✓ ক্যান্সার সেলের বৃদ্ধি রোধ করে।
- ✓ হাড় সংক্রান্ত নানা রোগ যেমন অস্টিওপোরোসিস ও অস্টিওপেনিয়া প্রভৃতির মত রোগের ঝুঁকি কমায়।
- ✓ আলঝাইমার এবং পার্কিনসনের মত রোগ থেকে মুক্ত হতে মস্তিষ্কে সচল রাখে।



# ফিয়োনা ভিটামিক্স

মানবদেহ প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট জীব। প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা গুলি ও আমাদের শরীরের সাথে সংযুক্ত। তাই সব প্রাকৃতিক ঘটনারই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোগ এবং প্রভাব রয়েছে যার ফলেই মানুষের মধ্যে নানা সময়ে নানা হরমোনাল পরিবর্তন হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মত আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও বিভিন্ন সময়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। কিছু অঙ্গ দিনের বেলায় বেশি সক্রিয় থাকে আবার কিছু প্রত্যঙ্গ রাতে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতি এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র গবেষণা করে ৩টি আলাদা আলাদা ভেষজ উপাদানকে মিলিয়ে একটি পন্যে রূপান্তরিত করেছে ফিয়োনা হারবালস। এটির সর্বোত্তম ব্যবহার আপনাকে সব দিক থেকে সুস্থ করে তুলবে। এটি এমন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে যা একবার খেলে মানুষের দেহকে ২৪ঘণ্টা সুফল প্রদান করবে। সুতরাং “ভিটামিক্স” একটি সাধারণ পন্য নয়, এটি আপনার জীবনকে বদলে দেওয়ার অসাধারণ রূপান্তরিত দ্রব্য।



## বি-ব্যালেন্সঃ

এটি আপনার পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। শক্তি বাড়িয়ে তোলে। শরীরের কার্যকারিতা উন্নত করে। রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। ওজন বৃদ্ধি রোধ করে।

## সি - ক্লিসিংঃ

“ভিটামিক্স” হল ভারতীয় ভেষজের যা ক্ষতিগ্রস্ত কোষ পরিশ্রুত করে। এটি শরীর এবং লিভার থেকে সমস্ত টক্সিন মুক্ত করে দেয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির সঞ্চালন এবং কার্যকারিতা উন্নত করে।



এ - অ্যাক্টিভাইজেশন বহু উপকারী উচ্চ গুণসমৃদ্ধ ভেষজগুলি কোষের নানান সমস্যা কাটিয়ে শিশু কোষকে পরিপক্ব কোষে পরিণত করতে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি নতুন এবং সুস্থ কোষের পুনর্জন্মকে উদ্দীপিত করে।

ভিটামিক্স কোষ এবং অন্যান্য ক্ষতির প্রতিরক্ষা বলয় হিসেবে কাজ করে

## ডি - ডিফেন্সঃ

“ভিটামিক্সে” আছে সক্রিয় উপাদান যা আপনার ইমিউনিটি পাওয়ার কে বৃদ্ধি করে। এটি তাড়াতাড়ি বুড়ো হতে দেয় না। এছাড়াও কোষের মধ্যে হওয়া জৈবিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে যা দেহের চারপাশে এমন ভাবে প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করে যা আপনাকে এক দীর্ঘ রোগমুক্ত জীবন উপহার দেয়।



# ফিয়োনা ভিটামিন্স

## ফিয়োনা ভিটামিন্স

বু জোন আমাদের শিখিয়েছে, কোন গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা ছাড়া এবং চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া আমরা আরও ভাল এবং দীর্ঘ জীবনযাপন করতে পারি। তবে আমরা সুপার ফুড খেয়ে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বজায় রেখেই কেবলমাত্র দীর্ঘ জীবন উপভোগ করতে পারি। ডঃ সমীর কুমার ধারা দৃঢ় বিশ্বাসী যে "খাদ্য" আমাদের ঔষধ এবং ঔষধ আমাদের খাদ্য। তাই তার নিবিড় গবেষণা এবং ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে "ভিটামিন্স" যা আপনাকে ডিটক্সিফিকেশন, সেলুলার পুষ্টির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবন, হরমোনের ভারসাম্য, ডিএনএ সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘ জীবন উপহার দেয়।

*Dr. Samir Kumar*

ডাঃ সমীর কুমার ধারা  
ম্যানেজিং ডাইরেক্ট  
ল্যামিনা রিসার্চ সেন্টার প্রাঃ লিঃ

